মুজিবনগরে জাল ভোটের অপরাধে তিনজনের জেল জরিমানা

জাল ভোট দেওয়ার অপরাধে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচনে তিন জনকে জেল জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার বিকেলে বাগোয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত এই দন্ডাদেশ দেয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, জাল ভোট দেওয়ার অপরাধে বাগোয়ান ভোট কেন্দ্র থেকে হৃত্বিক ও বাবুল নামের দুজনকে আটক করা হয়। একই সময় বিশ্বনাথপুর ভোটকেন্দ্র থেকে আটক করা হয় মাহফুজ হোসেনকে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে দন্ডবিধির ১৮৬০ এর ৭১ চ ধারার দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড ঘোষণা করেন। এর মধ্যে হৃত্বিককে ১ মাসের কারাদণ্ড, বাবুল শেখকে ১০ হাজার টাকা ও মাহফুজকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম বাগোয়ান ভোটকেন্দ্রে এবং বিশ্বনাথপুর ভোট কেন্দ্রে অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন।

অর্থদণ্ড আদায় করে দুজনকে মুক্তি এবং এক মাসের দণ্ডপ্রাপ্ত হৃত্বিককে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হাসান শামীম।

৬ ঘন্টায় মেহেরপুর সদরে ১৪ ও মুজিবনগরে ২২ শতাংশ ভোট পোল

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের ভোট গ্রহণ চলছে। বেলা ২ টা পর্যন্ত সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ১৪ শতাংশ ও মুজিবনগর উপজেলায় ২২ শতাংশ

ভোট পোল হয়েছে।

সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের রিটানিং অফিসার মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, বেলা ২ টা পর্যন্ত সদর উপজেলায় ৯৪ টি ভোট কেন্দ্রে ২৮ হাজার ৩৫০ ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৩৫ টি ভোট কেন্দ্রে ১৩ হাজার ৯৯১ ভোট পোল হয়েছে।

সরেজমিনে সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শনে দেখা গেছে, ভোটকেন্দ্রগুলো নিরুত্তাপ। ভোটার সংখ্য খুবই কম। ভোটার বিহীন ভোট কেন্দ্রগুলোতে অলস সময় পার করছেন নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসার সদস্যরা। এছাড়া ভোটকেন্দ্রের বুথগুলোতেও অলস সময় পার করছেন প্রিজাইডিং, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও প্রার্থীদের এজেন্টরা। অনেক ভোট কেন্দ্রে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই এটি ভোট কেন্দ্র। সদর উপজেলার শ্যামপুর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ঘুরে দেখা গেছে, ৩ ঘন্টা ১০ মিনিটের সময় সকাল ১১ টা ১০ মিনিটে ভোট পোল হয়েছে মাত্র ৯১ ভোট। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২৪৯০। ওই ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আলমগীর হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। বেলা ১২ টার সময় একই উপজেলার শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে বেলা সাড়ে ১২ টার সময় ভোট পোল হয়েছে ২০০। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ১৭৯৭। প্রিজাইডিং অফিসার মনিরুল ইসলাম বলেন, বেলা সাড়ে ১২ টা ১১.১২ শতাংশ ভোট পোল হয়েছে।

বেলতলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ২১৪৫ ভোটের মধ্যে বেলা ১২ টা পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে ৩৭৮। যা মোট ভোটের ১৭.৬২ শতাংশ। মদনাডাঙ্গার হান্নানগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে, এখানে ভোটার সংখ্যা ২১৩৩। বেলা ১ টা পর্যন্ত এখানে পোল হয়েছে ২৯৫ ভোট। যা শতকরা ১৪ ভাগ। গোপালপুর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে বেলা দেড়টা পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে ৪৩৫ ভোট। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২৪৫৮ ভোট।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে, সকাল ১০টা ২০ মিনিট থেকে ২ ঘন্টায় পোল হয়েছে ৬৭ ভোট। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২০৩৭। একই উপজেলার দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে, সকাল ১০ টা ২০ মিনিট থেকে ২ ঘন্টা ২০ মিনিটে ভোট পোল হয়েছে ১৯৯। এখানে ভোটার সংখ্যা ৩৩৫০। তবে সদর উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী আনারুল ইসলামের নিজ ভোট কেন্দ্র আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ১১ টার সময় থেকে ৩ ঘন্টার সময় ৩৯৩ ভোট পোল হয়েছে। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২৮৭৬।

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪ জন, ভাইসচেয়ারম্যান পদে ২ ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ৩ এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান ৪ জন, ভাইসচেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ২ জন করে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।
এই দুটি উপজেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ৩০৬৩ জন।

মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্ট দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

keeping humanity alive এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ৮ই মে দিবস রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস ২০২৪ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা পরিষদের মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের কার্যনির্বাহী সদস্য খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সহ-সভাপতি ইয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার একরামুল হীরা, কার্যনির্বাহী সদস্য আসকার আলী, কে এম ফজলুল করিম সহ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জাতীয় পতাকা ও রেড ক্রিসেন্ট এর পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদ থেকে র্যালি বের হয়ে প্রধান দক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগরের চেয়ারম্যান প্রার্থীদের হলফনামা

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৭ জন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন ।
নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়ে হলফনামায় দেখা গেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭ প্রার্থীর মধ্যে শিক্ষায় এগিয়ে আছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা।

আব্দুল মান্নান

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ—সভাপতি মোহা: আব্দুল মান্নান মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী। আব্দুল মান্নান এর আগে একাধিকবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী

হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। দল থেকে মনোনয়ন না পাওয়ায় বারবার ব্যার্থ হয়েছেন। তবে, এবার তিনি ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন। তার নির্বাচনী প্রতিক ঘোড়া মার্কা। হিসাব বিবরণীতে দেখা গেছে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাৎসরিক আয় আসে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, নিজ নামে নগদ টাকা রয়েছে ২ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে নগদ টাকা রয়েছে ২০ লক্ষ টাকা, ব্যাংকে জমা রয়েছে ১ হাজার ৭৯৩ টাকা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে লোন রয়েছে আড়াই লাখ টাকা, তবে খেলাপি নেই বলে দাবি করেন প্রাথী আব্দুল মান্নান। অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে ৮ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে স্বর্ণালংকার রয়েছে ৭ ভরি ও নির্ভরশীলদের নামে রয়েছে ১০ ভরি স্বর্ণালংকার।

আনারুল ইসলাম

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম। সে একবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করে ১৩ বছর অধিষ্ট ছিলেন। এবার সে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন। তার নির্বাচনী প্রতিক মোটরসাইকেল।
নির্বাচনী হলফনামায় দেখা গেছে, ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ৮ লাখ ১৬ হাজার ৬৬৬ টাকা. নজ নামে নগদ টাকা ১০ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে নগদ টাকা ৫ লাখ টাকা, নির্ভরশীলদের নামে নগদ টাকা ১০ লাখ টাকা, ব্যংকে জমাকৃত নগদ টাকা মাত্র ১ হাজার টাকা, নিজ নামে একটি ডিসকভার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল, ৩ ভরি স্বর্ণালংকার, স্ত্রীর নামে ৭ ভরি স্বর্ণালংকার, অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে ১৭ লাখ টাকা, কৃষি জমি রয়েছে ৫ বিঘা পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া, অগ্রণী ব্যাংকে তার নামে লোন রয়েছে ২ লাখ টাকা।

অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন। ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন। তার নির্বাচনী প্রতিক কাপ পিরিচ।
হলফনামায় দেখা গেছে, আইন পেশা থেকে বাৎসরিক আয় ৪ লাখ টাকা, নগদ টাকা রয়েছে ১ রাখ ৫০ হাজার স্ত্রীর নামে নগদ রয়েছে ৫ লাখ টাকা, নিজ নামে ব্যাংকে জমা রয়েছে ৯ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে ব্যাংকে জমা রয়েছে ৭ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে পোস্টাল সেভিংস, সঞ্চয়পত্র ও আমানত ৩৯ লাখ টাকা, ৩ ভরি স্বর্ণালংকার, টিভি, ফ্রীজ ও মোবাইল

ও এ্যাসি ৩ লাখ টাকার, আসবাবপত্র খাট সোফা, চেয়ার টেবিল ইত্যদি ৩ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে ৩২ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার, গৃহস্থলি আসবাবপত্র রয়েছে ৬ লাখ টাকার, নিজ নামে অকৃষি জমি রয়েছে ২৫ কাঠা, বাড়ি রয়েছে এক কাঠা জমিতে। এছাড়া স্ত্রীর নামে অকৃষি জমি রয়েছে ৫ বিঘা।

মো: হাসেম আলী

নির্বাচনের আরেক প্রার্থী মো: হাসেম আলী। তার নির্বাচনী প্রতিক আনারস।
তার হলফনামায় ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ১৬ লাখ টাকা, নগদ অর্থ রয়েছে ৫ লাখ টাকা, ব্যাংক জমার পরিমাণ মাত্র ১০ হাজার টাকা, স্ত্রীর নামে নগদ রয়েছে ৪ লাখ টাকা, নিজ নামে ৫ ভরি ও স্ত্রীর নামে ৫ ভরি স্বর্ণালংকার, অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে ২০ লাখ টাকা, নিজ নামে ৮ শতক জমির উপর দুই তলা বাড়ি। রুপালী ব্যাংকের মেহেরপুর শাখায় তার নামে ৪০ লাখ টাকা লোন রয়েছে। তবে খেলাপি নেই।

আমাম হোসেন মিলু

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এবার প্রার্থী হয়েছেন মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী আমাম হোসেন মিলুর এবারের প্রতিক আনারস।
চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর হলফনামায় সম্পদের বিবরণী রয়েছে কৃষিখাত থেকে আয় ১ লাখ টাকা, বাড়ি ও দোকান ভাড়া বাবদ আয় ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা, ব্যাংক জমা রয়েছে ১ হাজার ৯৪২ টাকা, বাস ট্রাক থেকে আয় ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতুর মুল্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর মুল্য ৪২ হাজার টাকা, আসবাবপত্রের মুল্য ৪৮ হাজার টাকা, কৃষি জমি রয়েছে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া) ১৫ বিঘা, অকৃষি জমির মুল্য (ক্রয় সূত্রে) ৩৩ লাখ ৭২ হাজার ৬০০ টাকা, দালান আবাসিক (ক্রয় সূত্রে) ১৭ লাখ ৫০০ টাকা, ব্যবসার পূঁজি বাবদ ৫৯ লাখ ৪৫ হাজার ৭৪০ টাকা।

রফিকুল ইসলাম তোতা

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আরেক প্রার্থী রফিকুল ইসলাম তোতা। নির্বাচনে তার প্রতিক কাপ পিরিচ।

নির্বাচনী হলফনামায় তার সম্পদ বিবরণীতে দেখা গেছে কৃষিখাত থেকে বাৎসরিক আয় ৭৫ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা, নিজ নামে নগদ টাকার পরিমাণ ৫ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে নগদ টাকার পরিমাণ ৩ লাখ, ব্যাংকে জমা রয়েছে মাত্র ১ হাজার টাকা, একটি ট্রাক রয়েছে যার মূল্য ৫ লাখ টাকা, একটি মোটরসাইকেল যার মূল্য ৭০ হাজার টাকা, নিজ নামে স্বর্ণালংকার ৭ ভরি ও স্ত্রীর নামে স্বর্ণালংকার ৮ ভরি, অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে ৩২ লাখ ৭ হাজার ৭৯০ টাকা, নিজ নামে কৃষি জমি রয়েছে ১০ বিঘা, আবাসিক দালান রয়েছে ১৯ শতক জমির উপর দোতালা। নিজ নামে রুপালী ব্যাংকের মুজিবনগর শাখায় লোন রয়েছে ২৯ লাখ ৭৭ হাজার ৭৯০ টাকা।

কামরুল হাসান চাদু

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান কামরুল হাসান চান্দু। এবার ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হয়েছেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য। তার নির্বাচনী প্রতিক ঘোড়া। তার নির্বাচনী হলফনামার হিসাব বিবরণীতে দেখা গেছে কৃষিখাত থেকে বাৎসরিক আয় ২০ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা, নগদ টাকা ১০ লাখ, স্ত্রীর নামে ৩ লাখ টাকা, ব্যাংকে জমা রয়েছে ৫ হাজার টাকা, নিজ নামে ৮ আনা, স্ত্রীর নামে সাড়ে ৭ ভরি ও নির্ভরশীলদের নামে ২ ভরি স্বর্ণালংকার রয়েছে। ফ্রীজ টিভি, ফ্যান ও মোবাইল ফোন যার মূল্য ৬০ হাজার টাকা, অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে ২০ লাখ ৯০ হাজার টাকা, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া নিজ নামে কৃষি জমি ৩ বিঘা ও স্ত্রীর পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ৫ বিঘা জমি রয়েছে। নিজ নামে সাড়ে ৩ কাঠা জমির উপর দোতালা ও স্ত্রীর নামে ১৫ শতক জমির উপর তিন তলা বাড়ি রয়েছে।

মেহেরপুরের সদর ও মুজিবনগর

উপজেলায় ভোটগ্রহণ শুরু

প্রথম ধাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল ৮টায় একযোগে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। যা বিরতিহীনভাবে চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দুটি উপজেলার ৩ লাখ ৩ হাজার ৬৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে। মোট ১৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৮, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪ এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৫জন রয়েছেন।

মেহেরপুর সদর

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে ৯৪ টি ভোট কেন্দ্রে ৫৭টি অস্থায়ী বুথসহ ৬০৫ টি বুথে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সদর উপজেলায় ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮০৪ জন ভোটার। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬৩ জন পুরুষ ও ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৪০ জন নারী ভোটার।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৪ জন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ জন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

চেয়ারম্যান পদে আব্দুল মান্নান ঘোড়া, অ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন কাপ পিরিচ, আনারুল ইসলাম মোটরসাইকেল ও হাসেম আলী আনারস প্রতিক নিয়ে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোঃ আবুল হাসেম (চশমা), মোহাম্মদ শাহিন (টিউবওয়েল)। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে লতিফন নেছা লতা (বৈদ্যুতিক পাখা), সামিউন বাশিরা পলি (হাঁস), রোমানা আহমেদ (কলস) প্রতীক।

তবে, বিএনপি প্রার্থী রোমানা আহমেদ ইতোমধ্যে নির্বাচন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়িয়েছেন।

পড়ুন চেয়ারম্যান প্রার্থীদের হলফনামা

মুজিবনগর

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৩৫ টি ভোট কেন্দ্রে ৭টি অস্থায়ী বুথ সহ ২৩৬ টি বুথে একযোগে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচনে মোট ভোটার ৮৫ হাজার ২৫৯ জন। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৫৩৮ জন পুরুষ এবং ৪২ হাজার ৭২১ জন নারী ভোটার।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ জন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

চেয়ারম্যান পদে আমাম হোসেন মিলু আনারস, কামরুল হাসান চাদুঁ ঘোড়া, রফিকুল ইসলাম কাপ পিরিস এবং মাহবুবুর রহমান মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনের লড়ছেন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএম জাহিদ হাসান (টিউবওয়েল) ও মতিউর রহমান(চশমা)। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন ফুটবল ও তকলিমা খাতুন কলস প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ জানান, অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৪ থেকে ৫ জন করে পুলিশ বাহিনীর সদস্য, ১৩ থেকে ১৮ জন করে আনসার ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়াও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে স্টাইকিং ফোর্স তাদের দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরে নির্বাচনী উপকরণ

বিতরণ

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৭ মে) দুপুর ১২টার দিকে নির্বাচন অফিস থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৯৪টি কেন্দ্রে ২ লাখ ১৮ হাজার ৮শ’ ৪ চারজন ভোটার রয়েছে।

উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীরা হলেন, আনারুল ইসলাম (মোটরসাইকেল), অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন (কাপ পিরিচ),আব্দুল মান্নান (ঘোড়া) ও মো. হাসেম আলী (আনারস) প্রতীক পেয়েছেন।

এদিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রফিকুল ইসলাম তোতা (কাপ পিরিচ), আমাম হোসেন মিলু (আনারস), উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কামরুল হাসান চাদুঁ (ঘোড়া) এবং মাহবুবুর রহমান (মোটরসাইকেল) পেয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটানিং অফিসার মো. ওয়ালি উল্লাহ জানান, নির্বাচনের সব প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্বাচনী সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে আশা করছি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে মাঠ দিবস

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যণ সমিতি (এসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত কৃষিখাত এর আওতায় উন্মত জাতের ধান চাষের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ব্রি ধান ১০০ ওপর আয়োজিত উক্ত মাঠদিবসের সদস্য পর্যায়ে নতুন জাতের জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি, বীজ তলা তৈরি, সার ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা, রোগ পোকামাকড় এবং ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষন সম্পকে আলোচলা করেন, আব্দুর রউফ উপজেলা সম্প্রসারণ কৃষি কর্মকর্তা, গাংনী উপজেলা, মেহেরপুরে এছাড়াও মাঠ দিবসে আলোচনা করেন সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জুয়েল বিশ্বাস, সমন্বিত কৃষি ইউনিট , গাংনী , মেহেরপুর।

সদস্যদের মাঝে প্রতিরূপায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফল কৃষকের ক্ষেত পরিদর্শনসহ প্রত্যাশিত লাভের হিসাব সরেজমিনে দেখানো হয়। এ সময় সংস্থার কর্মকর্তা কৃষক কৃষাণী ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

“সকল প্রস্তুতি শেষ, আগামীকাল নির্বাচন”

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সকল প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামিকাল বুধবার (৮ মে) মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ।

এই দুটি উপজেলাই গতকাল সোমবার মধ্যরাতেই শেষ হয়েছে নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। নির্বাচনে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ভোটকেন্দ্রে দেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে ৯৪ টি ভোট কেন্দ্রে ৫৭টি অস্থায়ী বুথ সহ ৬০৫ টি বুথে একযোগে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে।

সদর উপজেলা নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮০৪ জন ভোটার। মোট ভোটারের মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬৩ জন পুরুষ এবং ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৪০ জন নারী ভোটার ভোটার রয়েছেন।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৪ জন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ জন, মহিলা

ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীরা হলেন, আব্দুল মান্নান (ঘোড়া), অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন (কাপ পিরিচ), আনারুল ইসলাম (মোটরসাইকেল) এবং মোঃ হাসেম আলী (আনারস) ।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোঃ আবুল হাসেম (চশমা), মোহাম্মদ শাহিন (টিউবওয়েল) এছাড়া, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে লতিফন নেছা লতা (বৈদ্যুতিক পাখা), সামিউন বাশিরা পলি (হাঁস), রোমানা আহমেদ (কলস) প্রতীক। তবে, বিএনপি প্রার্থী রোমানা আহমেদ ইতোমধ্যে নির্বাচন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়িয়েছেন।

এদিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৩৫ টি ভোট কেন্দ্রে ৭টি অস্থায়ী বুথ সহ ২৩৬ টি বুথে একযোগে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচনে মোট ভোটার ৮৫ হাজার ২৫৯ জন। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৫৩৮ জন পুরুষ এবং ৪২ হাজার ৭২১ জন নারী ভোটার।

এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২ জন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আমাম হোসেন মিলু (আনারস), কামরুল হাসান চাদুঁ (ঘোড়া), রফিকুল ইসলাম (কাপ প্যারিচ), এবং মাহবুবুর রহমান (মোটরসাইকেল) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনের লড়ছেন।

এদিকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএম জাহিদ হাসান (টিউবওয়েল) ও মতিউর রহমান (চশমা)। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন (ফুটবল) ও যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন(কলস) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ জানান, অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৪-৫ জন করে পুলিশ বাহিনীর সদস্য, ১৩-১৮ জন করে আনসার ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়াও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে স্টাইকিং ফোর্স তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

মেহেরপুরে কারিগরিতে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক রফিকুল আলম বকুল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২৪ এ মেহেরপুর জেলায় কারিগরি শাখায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ।

রফিকুল আলম বকুল একজন দক্ষ স্কাউটার। তিনি স্কাউটস এর রোভার শাখার একজন উডব্যাজার। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের রোভার স্কাউটস গ্রুপ এর ইউনিট লিডার। তিনি প্রতিষ্ঠানের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যান্ত জনপ্রিয় এ শিক্ষক ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, ২০২২ সালে সদর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কলেজের বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে একজন ভাল উপস্থাপক হিসেবে ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একজন পরীক্ষক ও নিরীক্ষক।

জাতীয় দিবস ছাড়াও যে কোন অনুষ্ঠানে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে ও তিনি কাজ করে থাকেন। শিক্ষকতার বাইরে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও রোভারিং নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন। তিনি যৌথভাবে এইচএসসি ( বিএম) এর হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ দ্বিতীয় পত্র বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

রফিকুল আলম বকুল আইসিটি জ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি, বগুড়া থেকে আইসিটির উপর একাধিক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া তিনি ব্যানবেইস এর অধিনে ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষক বাতায়নের

একজন সদস্য। এটুআই আইসিটি ডিভিশনের মাধ্যমে আইসিটির বিভিন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি “দৈনিক লাখোকন্ঠে”র মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অনলাইন পত্রিকা শিক্ষাবার্তা.কম এর সাব এডিটর হিসেবে কাজ করছেন ।

এছাড়া তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক এর উপদেষ্টা, কসবা ব্লাড ব্যাংক সংগঠন শিক্ষকদের এর সাথে জড়িত এবং পিএসজির গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাব মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। তিনি বসুন্ধরা শুভ সংঘের জেলা শাখার সহ- সভাপতি । ব্যক্তিগত জীবনে তার ওয়াইফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এক ছেলে ও মেয়ে সন্তানের জনক তিনি। অত্যন্ত দক্ষ ও পরিশ্রমী এ শিক্ষক জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় সহকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে।

রফিকুল আলম বকুল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহুর কাছে শুকরিয়া জানান। এ ছাড়া তিনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট যারা এই কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং পরিবারের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান তাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য।

রফিকুল আলম বকুলের সন্তান আব্দুল্লাহ আল জামী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৮ম শ্রেনীর শিক্ষার্থী। আব্দুল্লাহ আল জামী এবারের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৪ এ জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্কাউট নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুরে উপজেলা নির্বাচনে আনসার-ভিডিপি’র ব্রিফিং ও

মোতায়েন কার্যক্রম সম্পন্ন

আগামী বুধবার (৮ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপ। জেলার সদর ও মুজিবনগর উপজেলায় ১২৯টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

গতকাল সোমবার মুজিবনগর ও সদর উপজেলার নির্বাচনী ব্রিফিং সম্পন্ন হয়েছে। জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা মোট ১ হাজার ৮৬৬ জন সদস্য মোতায়েন করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোট ১৩ জন বা ততোধিক আনসার ও ভিডিপি সদস্য গতকাল সোমবার থেকে ইতোমধ্যে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) ও দুইজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের (এপিসি) নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্য রয়েছেন। কোনো কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা ৬টির বেশি হলে বুথ প্রতি অতিরিক্ত আরও একজন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পিসি ও এপিসিগণ (৩ জন) অস্ত্রসহ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ অস্ত্রবিহীন ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।

তাদের পাশাপাশি ৩ সেকশন (৩০ জন) আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব পালনের জন্য স্ট্রাইকিং/স্ট্যাটিক ফোর্স হিসেবে মোতায়েন করা হয়েছে। মোবাইল টিমে/স্ট্রাইকিং ফোর্সে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যগণ ন্যূনতম সেকশন (প্রতি সেকশন ১০ জন করে) ফরমেশনে দায়িত্বপালন করবেন। এ ছাড়া এবার প্রথমবারের মতো পুলিশের মোবাইল টিম/স্ট্রাইকিং টিমের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন ৪ সেকশন (৪০ জন) সশস্ত্র আনসার ভিডিপি সদস্য। মোতায়েনকৃত সদস্যদের দায়িত্বপালন তদারকের জন্য জেলাসহ দুই উপজেলার কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তারা সকলেই ৬ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত মোট পাঁচ দিনের জন্য মোতায়েন থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সকল জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে সরকারের নির্দেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করে থাকে। গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলার প্রায় তিন সহস্রাধিক জনবল নিয়োজিত ছিলেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।